কলির ফকিরের খেলা

ও

আলিমগণের নছিহত।

শ্রী আব্বাছআলী নাজির কর্ত্তৃক

রচিত ও প্রকাশিত।

সাং লাকপুর, থানা শিবপুর, জিলা ঢাকা।

ঢাকা, সাতরওজা, ইসলামিয়া প্রেসে,

কাজি মহাম্মদ ইব্রাহিম কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রথম সংস্করণ।

১৩২৭ সন।

[মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

কলির ফকিরের খেলা

ও

আলিমগণের নছিহত।

শ্রী আবাছআলী নাজির কর্ত্তৃক

রচিত ও প্রকাশিত।

সাং লাকপুর, থানা শিবপুর, জিলা ঢাকা।

ঢাকা, সাতরওজা, ইসলামিয়া প্রেসে,

কাজি মহাম্মদ ইব্রাহিম কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রথম সংস্করণ।

১৩২৭ সন।

[মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

এলাহি ভরসা।

হামদোনাত।

কলির ফকিরের খেলা

ও

আলিমগণের নছিহত।

আল্লা আল্লা বল ভাই যতেক মমিন ॥ যেইরূপে কাইম থাকে মহাম্মদী দীন * মহাম্মদ মস্তফা নবি আলায়হেচ্ছালাম তাঁহার কদমে মেরা হাজার ছালাম * হাসরের দিনে যেবা হবে ছায়াদার ॥ যাহার দোয়াতে হবে পুলছেরাত পার * লিখিতে তাঁহার তারিফ মোর সাধ্য নাই ॥ মনের বাসনা কিছু সবাকে জানাই * কালিগঞ্জের সন্নিকটে জুব্রাটি গ্রাম ॥ সেই গ্রামে আছে পীর দৌলতবাঁর নাম * সেই পীরের কথা আমি কি বলিব ভাই * সয়তান দরামিন্দা হয় মানিয়া গোসাই * ভাওয়াল পরগণায় আছে বদমায়েস যত ॥ আসিয়া তাহার কাছে হইল মুরিদ * সারাদিন গাঞ্জা খায় সকলে বসিয়া ॥ রাত্রে যায় পীরের বাড়ী জরু সঙ্গে লিয়া * পীরের বাড়ীতে সবে বসে একান্তরে ॥ শুন সবে বলি কিবা কার্য্য তারা করে * রাগে-রঙ্গে গান করে দুই চক্ষু মুঞ্জিয়া ॥ গতর ঝাকায় আরও মাথা তাগুড়াইয়া * বড় বড় দাঁড়ি পাকা দারিন্দা লোক যত ॥ বইসে বইসে নাচে তারা চরা পাখীর মত * কেহত মন্দিরা কেহ করতাল বাজায় ॥ গাহানেতে মগ্ন হইয়া গড়াগড়ি যায় *

দুহাতে কিলায় * জজ্‌বা টানে আরও হেক্কর হেক্কর করে ॥ মেচো বাঘে ডাকে যেমন জঙ্গল মাঝারে * চতুরভিতে বসে তারা শাগরিতগণ যত ॥ মধ্যে নাচে রামাগণে খেমটাওালির মত * স্ত্রীগণের সাজের কথা কি কহিব হায় ॥ লিখিলে সকল কথা পুথি বাইড়া যায় * কেহত ইহুদি শাড়ি কেহ বাগবাহার ॥ বানারসি পিন্দে কেহ নানা অলঙ্কার * তার বালা বাতেনা বাজু আরও চন্দ্রহার। কর্ণেতে তুলিয়া পিন্দে ঝুমকা সোণার * নাকেতে বলাক্‌ ঝুলে মতির লটকন ॥ বাহুতে তুলিয়া পিন্দে সোণার বাজুবন্ * পায়ে দিল আড় খেমটা কোমরে ছিকল ॥ রূপ দেখিয়া মুনিগণ হয়ত পাগল ॥ চতুরভিতে বসে তারা শাগরিতগণ যত। মধ্যে নাচে রামাগণে খেমটাওালির মত * নাইচে নাইচে গান করে সব স্ত্রীগণে ॥ পরিস্থানে নিত্য যেমন করে পরিগণে ॥ সেইমত নিত্য তারা রোজ রোজ করে ॥ হেলিয়া ডুলিয়া পড়ে পীরের উপরে * ছুরত মেহেরী যখন পীরের উপরে। বেহুস হইয়া পীরে গলে তার ধরে * নাজক বদনী যখন পরুষ পরসে * সর্পঘাতি জিয়ে যেমন ঔষধের ভাসে * যেমন জড়াইয়া ধরে গাছে আর লতে ॥ পীরের ডাইন হাত পড়ে বিবির কোচেতে * গড়াগড়ি যায় যেমন লুটন কবুতর ॥ রজমল ভাঙ্গিয়া দোহের বস্ত্র হল তর * এই মতে ঘণ্টা খানি গুজরিয়া যায় ॥ টানিয়া বিবিকে পীরে কোলেতে বসায় * পীর বলে তোমার যত আছে শাগরিতান ॥ ঘরের পিয়ারী বিবি মোরে কর্‌বা দান * তবেত জানিব সত্য সেবক আমার ॥ এক মন্ত্রের দাদ নাহি পারিবা দিবার * শুনিয়া সেবকে বলে জরু কিবা চিজ ॥ যে ছুরতে থাকে তেরা খাতিরে আজিজ * তুমি যদি বল মোরে আগুণে পড়িতে ॥ এখন পড়িব পিয়া তোমার সাক্ষাতে * যদি তুমি বল মোরে দিতে মোর জান। এখন ত্যজিব জান

বন্ধু লইয়া পীর ঘরে যায় ॥ সেবকেত শুইয়া থাকে খালি বিছানায় * সেবকের বন্ধু পাইয়া পীরের খুসী মন ॥ রঙ্গরসে দুইজনে চুম্বেন বদন * সেই দেশে বুঝি ভাই নাই মোছলমান॥ যদি থাকে তবে তারা সকলই হায়ওান * "তোবা আস্তাগ ফার বল যতেক মমিন ॥ ডুবাইয়া দিল তারা মোহাম্মদী দীন * দিনে দিনে বৃদ্ধি হইল পীরসাবের দল ॥ মকরুম শয়তান তারে করিল আমল * সেই দেশে পীর সাহেব করিয়া আমল ॥ শিমলিয়া গ্রামে আসে সঙ্গি লইয়া দল * শিমুল্যা গ্রামে পাড়া গাজিপুরা নাম ॥ পীর সাহেবের শশুর বাড়ী আছে সেই গ্রাম * গাজিপুরা যায় পীর করিয়া গুমান ॥ আগে পাছে চেলা তার চলে অনেক জন * আগে চলে পীর সাহেব শাগ রিত পাছে তার ॥ কাতার বান্ধিয়া চলে যেন পীরের সাঁড় * আসন ধরিল পীর আইসা শশুর বাড়ীত ॥ নাম শুইনা অনেক লোকে হইল মুরিদ * অকুমারী লাড়কী যুবা বেওয়া বৃদ্ধা যত ॥ মুরিদ হইল আইসা ধরিয়া পীরের হাত * শাগ রিতানের তরে পীর করেন ফরমান ॥ ডাইল চাইল তোরা কিছু যোগাড় কইরা আন * ডাইল চাইল ঘৃত দিয়া শিন্নি পাকাইয়া ॥ সকলেরে লইয়া খাব একসাতে বসি * ডাইল চাইল ঘৃত দিয়া শিন্নি পাকাইয়া ॥ কেলার পাতে সব শিন্নি লইল ডালিয়া* শাগ রিতগণ লইয়া পীর বসিল ঘিরিয়া ॥ গেরামতে কুত্তা এক লইল ডাক দিয়া * কুত্তা লইয়া শিন্নি খায় বৈশা এক পাতে ॥ নজ্জিশ খাইব কিবা ঘৃণা আছে তাতে * আওরত মরদ আর যত শাগরিদানে ॥ রাত্র হইলে পীরের কাছে ডাকাইয়া আনে * খেমটাওালি বাইজিরা সাজে যেই মত ॥ রামাগণকে সাজাইয়া লইল সেই মত * কেহত মন্দিরা কেহ করতাল বাজায় ॥ তালে তালে রামাগণে নাচিয়া গীত গায় * রাগে রঙ্গে গান করে শাগরিতগণ যত ॥ রামাগণে নাচে কত বাইজীগণের মত * আমোদ প্রমোদে তারা সারা রাত্র কাটায় ॥ দিনেতে

খাইয়া গাঁঞ্জা সকলে ঘুমায় * দুলালপুরের হোছেন আইস
হইল মুরিদ ॥ দাওয়াত করিল পীর নিতেন বাড়ীত *
দুলালপুরে যায় পীর করিয়া গুমান ॥ আগে পাছে চেলা যত
না যায় গুণন * চলিল পীরের দল বান্ধিয়া কাতার।
ডাকিল গাইয়ের পাছে যেন দশ বিশ ষাড় * আসন ধরিল
পীর হোছেনের বাড়ীত ॥ নাম শুনি অনেক লোক হইল
মুরিদ * পুরুষগণকে পীর সাহেব মন্ত্র শিখাইয়া ॥ বলে
তোমরা থাক এখন তফাতে বসিয়া * স্ত্রীলোক বেওফা লোক
পাছা গুঞ্জা নাই ॥ এক-জনের কথা কহে অন্য জনের ঠাই *
ফকিরীত হাসিল হয় না গোলমালের জাগায় ॥ স্ত্রীগণকে দি
মন্ত্র নিয়া নিরাঞ্জর * এই কহিয়া পীর সাহেব অন্য ঘে
যায় ॥ বিছানা করিয়া শেষে চেরাগ নিবায় * সেই ঘে
পীর সাহেব ধরিল আসন ॥ স্ত্রীগণকে ঘরে নেয় কইরা এক
একজন * ঘরে নিয়া স্ত্রীগণকে মুরিদ বানায় ॥ আল্লা জানে
পীর সাহেব কি মন্ত্র শিখায় * যেই বিবি রূপবতী মন লাগে
তার ॥ খসমে ডাকিয়া কথা কহে বার২ * তোমার কবিলা বাব
কেবল আম্মক ॥ ধরিতে না পারে সেই আমার ছবক *
তাহাদের মন্ত্র দিতে হয় অনেকক্ষণ ॥ আর যেন মন্ত্র সেই
না ভুলে কখন * ভাল ভাল সব মন্ত্র দিব শিখাইয়া ॥ সকল
মন্ত্র দিব তার পেটে ঢুকাইয়া * সেই বিবির খসম পরে
লান্নত হাজার ॥ গইনা মার মুখে তার হাজার পয়জার *
অধম রচকে বলে আমি গুণাগার ॥ পার কর ওহে প্রভু না
জানি সাঁতার * অকুমারি লাড়কী যুবা বেওয়া বৃদ্ধা যত
মুরিদ হইল আসি ধইরা পীরের হাত * সেই দেশে বানাইল
বহুত শাগরিত ॥ স্ত্রী লইয়া সারা রাইত গায় তারা গীত *
মোটা এক বাঁস ছিল চাঙ্গের উপর ॥ সে বাঁসে থাকিত
ভাই বহুত ইন্দুর * রাত্রে যখন গান করিত যন্ত্র বাজাইয়া
স্ত্রীগণ সঙ্গে লইয়া নাচিয়া নাচিয়া * গাহানের দপটে ভাই

বড় বড় ইন্দুর ভাই ঘরে বহুতর ॥ ইন্দুরের দপটে ঘর করে কড়মড় * ডরে ডরাইয়া সবে কাঁপে থর থর ॥ ডর পাইয়া সব লোকে হইল ফাঁফর * কেহ বলে আইল হেথা বর্ম্মদিষ্টি জিন ॥ কেহ বলে আইল বুঝি রাক্ষস বেদীন * কেহ বলে আইল বুঝি দেও পরি ভূত ॥ কেহ বলে আইল বুঝি মালেকল মউত * কেহ বলে আইল বুঝি পরিন্দা জানোয়ার ॥ কেহ বলে আইল বুঝি কৃষ্ণ অবতার * পীর সাহেব বলে তোমরা না ডরাইও ভাই ॥ আজুকার আসরে আইল মুর্শিদ গোসাই * যাহার নামের উপর গাই মোরা গান ॥ আমার উপর পীর আজি হইছে মেহেরবান * নিচেতে নামিয়া তিনি কোথায় বসিবে ॥ উপরে বসিয়া তিনি গাহান শুনিবে * চল সবে উঠি গিয়া চাঙ্গের উপর ॥ উপরে বসিয়া মোরা করিব আসর * তার পরে চাঙ্গে এক চঙ্গ লাগাইয়া ॥ উপরে বসিল গিয়া রামাগণ লিয়া * তালে মানে গান করে যন্ত্র বাজাইয়া ॥ রামাগণে নাচে কত মাঞ্জা হিলাইয়া * বিশ পচিশ লোক চাঙ্গের উপর ॥ রশি ছিড়া চাঙ্গ পরে লইয়া আসর * কেহর ভাঙ্গিল হাত্ কেহর ভাঙ্গে ঘার ॥ তক্তার চোটে চাড়া কেহর ভাঙ্গিল মাথার * নাক মুখ দিয়া কত রক্ত পড়ে কার ॥ কেহত কোমরের দর্দ্দে করেন চীৎকার * হুলস্থুলি হইল ভাই মুরশিদ গেল দূর ॥ বাঁশ হইতে বাহির হইল বহুত ইন্দুর * দৌড়াদৌড়ি করে ইন্দুর ঘরের ভিতর ॥ পলাইতে পথ নাহি হইল ফাফর * কট্টার মত বড় ইন্দুর গণা নাহি জায় ॥ কতক্ষণ পরে ইন্দুর পলাইল গাথায় * শাগরিতগণে বলে মোরা বৃথা গাই গীত ॥ হিসাব কারিয়া দেখি এখন ইন্দুর মুর্শিদ * কত দিন পীর সাহেব রহিল তথায় ॥ চেলাগণ সঙ্গে লইয়া আইল শিমুল্যায় * শিমুল্যায় আসিয়া সাহেব বসে শ্বশুরবাড়ীত ॥ নাম শুনি অনেক লোকে হইল মুরিদ * গাঞ্জা খাইয়া ঝুমে তারা দিন মান ভরি ॥ মাঞ্জা হেলে সঙ্গে লইয়া ছবত মেহেদী * বহুসা কত জজবা

টানে হেক্কর হেক্কর করে॥ গাউয়া বেঙ্গে ডাকে যেমন বইসা কচুগড়ে * মুরিদ করিল পীর লোক বহুতর॥ শরাইলের মৌলবী সাহেব পাইল খবর * খবর শুনিয়া সাহেব চমকিত প্রাণ॥ হে হাম্মদী দীনের আজি এত অপমান *' গোস্বায় জ্বলিয়া সাহেব কাপে থর থর॥ বড় বড় জোওয়ার্মর্দ্দ লইল বহুতর * গোণ্ডা জুয়ান লোক সঙ্গে লইল কত॥ পাছে পাছে পোলাপান চলে কত শত * চলিল মৌলবীর লোক বান্ধিয়া কাতার॥ তরাসে পলায় লোক সকলই পাড়ার * বসিছে পীরের দল শাগ্‌রিতগণ লিয়া॥ মুরশিদী গীত গায় নানা যন্ত্র বাজাইয়া * হেন সমে মৌলবী সাব হৈল উপস্থিত॥ লোক দেইখে পীরের দল হৈল চমকিত * লোক জনের কাছে সাহেব করেন ফরমান॥ গলায় কাপড় দিয়া পীর মোর কাছে আন * পীরের ছুরত আমি কি বলিব ভাই॥ না কহিলে নাহি হয় লেখিয়া জানাই * দাঁড়ি মোচ নাই মুখে মাইয়া লোকের মত॥ মাথায় রাখিছে টিকি হবে দেড় হাত * মাথা যখন ঝাকি মারে টিকি পড়ে দূর॥ দেখ্‌তে বড় শোভা যেমন বাসাগার লেঙ্গুর * বড় বড় দুই চক্ষু করে টলমল॥ মাথা মুণ্ডাইছে যেমন ডাব নারিকল * খাসির মত মোটা তাজা পীর সাহেবের শরীল॥ কেহ মারে লাথি গুতা কেহ মারে কিল * লোকজনের তরে সাহেব করেন ফরমান॥ গলায় কাপড় দিয়া পীর মোর কাছে আন * শাগ্‌রিত সমেতে সবে আনিবা বান্ধিয়া॥ একজন নাহি পারে যাইতে ভাগিয়া॥ এছা মাইর মার আজি হুকুম আমার॥ মাইরের দপটে যেন ভাঙ্গা যায় হাড় * মৌলবীর লোকে যখন এছা হুকুম পাইল॥ ছাগলের পালে যেমন বাঘ সান্ধাইল * মারিতে মারিতে তার ভাইঙ্গা দিল হাড়॥ যারে পায় তারে গিয়া বলে মার মার * চেলাগণ যত তার চীৎকার পাড়ে॥ মাইরের দপটে রাও মুখে নাহি সরে * কেহ মারে লার্থি গুতা কেহ মারে

গলায় তারা গামছা লাগাইয়া ॥ চৌকির পায়ার লগে রাখিল বান্ধিয়া * এছা মাইর কভু আমি চক্ষে দেখি নাই ॥ ব্রাহ্মণের সাথে লড়ে আমির হামজায় * মাইরের দপটে কার মুখে নাহি বাত ॥ আমির লড়েন যেমন গাওয়া লেঙ্গির সাথ * সেইমত মাইর তারা মারিতে লাগিল ॥ ফকিরের দফা তার সাঙ্গ কইরা দিল * শাগরিত সমেত তারে তওবা করাইয়া ॥ মারিয়া বেতাব করে দিলেন ছাড়িয়া * তুইদিন রহিল সয়ে বেহুশে পড়িয়া ॥ তিন দিনে হুস পায় বসিল উঠিয়া * বাড়ীর লোকে খবর পাইয়া আসিয়া এথায় ॥ দেখিয়া পীরের হাল করে হায় হায় * ছোয়ারি করিয়া তারে জাহাজে তুলিয়া ॥ ধরাধরি কইরা গেল বাড়ীতে লইয়া * হীন আব্বাছ আলী বলে পয়ারে প্রবন্ধে ॥ শোন সবে বলি কিছু ত্রিপদীর ছন্দে *

ত্রিপদী * কাইন্দা কহে দৌলত বার, ওস্তাদের চরণ ধরি, শুন পীর ওস্তাদ আমার * তোমার নাম স্মরণ করি, অনেক দেশেতে ফিরি, বানাইনু মুরিদ বহুতর * সঙ্গে লইয়া শাগরিত, সারা রাত গাই গীত, তোমার নামের গুণ গাই * যন্ত্র বাজাইয়া যত, স্ত্রীগণ নাচাই তত, জজ্‌বা টানি বসিয়া সভায় * এই দেশে আমল করি, গাজিপুরা শশুরবাড়ী, গিয়া বসি ধরিয়া আসন * নাম শুনে লোক যত, স্ত্রী আর পুরুষ কত, মুরিদ হইল ধরিয়া মোর চরণ * গাজিপুরা ঘরে ঘরে, আমার দোহাই পড়ে, জহুরা বাড়িয়া গেল মোর * ডাইল চাইল মাঙ্গাইয়া শিন্নি এক পাকাইয়া, ডালি শিন্নি পাতেতে কেলার * শাগরিদগণ সঙ্গে লিয়া, কুত্তা এক ডাক দিয়া, খায় শিন্নি সকলে বসিয়া * কুত্তা লইয়া শিন্নি ভাই, এক পাতে বসিয়া খাই, মুরশিদের হুকুম যেছাই * কুত্তার মুখের ঝুটা যত, পীরের মুখে চাটি তত, কুত্তার যত লোভ আলয়েস * অধা রতকে কয়, গিধর সরমিন্দা হয়, তার

কতেক জনে, আসিয়া হইলেন মুরিদ ॥ মুরিদ হইয়া পরে, দাওয়াত করিল মোরে, পীর সাহেব নিতেন বাড়ীত * দুলাল পুরে গিয়া শেষে, আসন ধরিয়া বসে, লোক জমা হইল বহুতর * যুবা বৃদ্ধ লোক যত, স্ত্রী আর পুরুষ কত, মুরিদ হইল হাতে ধরিয়া মোর * পুরুষগণকে মন্ত্র দিয়া, স্ত্রীগণকে ঘরে নিয়া, দিনু মন্ত্র পেটে ঢুকাইয়া ॥ স্ত্রী পুরুষ মুরিদ করি, দিবা রাত্রি গান করি, দিন কত তথায় রহিয়া * চেলাগণ চলে সঙ্গে, গাজিপুরা মনরঙ্গে, আসিয়া হইনু [illegible]দার * গাজিপুরা আইনু যদি, বিধি মোর হইল বাদি, কপালের দুঃখ কে খণ্ডাবে আর * একদিন মনরঙ্গে, চেলাগণ লইয়া সঙ্গে, গান করি সকলে বসিয়া * হঠাৎ মৌলবীর দলে, আপন বাহুর বলে, বহুতর লোক সঙ্গে লিয়া * মৌলবীর হুকুম পরে, সবাকে ঘিরিয়া ধরে, যারে ধরে তারে বলে মার * এছা মাইর মারিল ভাই, খোদার কছম শুনে নাই, মনে বুঝে জেন্দিগী আখের * মারিলেক বেহুদা, হাড্ডিতে চামড়া জুদা, বেহুসেতে গিরি জমি পর * হোছেনা খাইয়া কিল, পার হয় চিনাদির বিল, দৌড়ায় আর বলে মার২ * খাকি মমুদ বলে ভাই, লাগে মুরশিদের দোহাই, রক্ষা কর বিপদে আমার * মৌলবীর হাতে ধরি, এখন আমি তওবা করি, প্রাণ রক্ষা করহে আমার * কহিলেন দৌলতবরি, মৌলবীর পায়ে ধরি, শোনেন পীর মৌলবী সাহেব * আমিরের লড়াইর মত, চক্ষে নাহি দেখি পথ, মনে বুঝে কেয়ামত হবে * গামছা লাগাইয়া গলে, চৌকির পায়ার তলে, আমাকে যে রাখিল বান্ধিয়া * কাইন্দা কহে দৌলত-বরি, খোদার কছম করি, পায়ে ধরি রাখ বাঁচাইয়া * যে মাইর মারিলা মোরে, বদন টুটিয়া গিরে, লহু গিরে হইল সরোবর * তওবা করাইয়া মোরে, ছাড়িয়া দিলেন পরে, মৌলবী সাহেব গেল নিজ ঘর * দুইদিন গুজরীল, হুসগুস না রহিল, তিন দিনে কিছু হুস পাই * বাড়ীর লোকে খবর পায়, আইস্যা তারা এথায়, মোরে দেইখা করে হায় হায় * কান্দিয়া কাটিয়া

পরে, তুলিয়া ছোয়ারী পরে, দিল মোরে জাহাজে তুলিয়া * জাহাজ চলিয়া যায়, কালিগঞ্জ গিয়া পায়, দিল মোরে টানে উঠাইয়া ॥ তুলিয়া মাক্কার পরে, লইয়া গেল নিজ ঘরে, প্রাণে বাঁচি খাইয়া নিমাই * গুমান কইর না ভাই, এক দণ্ডের ভরসা নাই, বিপদেতে তরাইবে সাঁই ॥ ছাররে খোদার বান্দা, ছাড়িয়া কামের ধান্দা, ধান্দায় যায় সকল দিন * ধান্দা করিয়া দুর, মনে কর সমস্তুর, আল্লা নবী জপ রাত্র দিন ॥ জ্বালাইয়া চেরাগ বাতী, জ্বলিলেতে দিবা রাতি, নিবাইলে সে হয় অন্ধকার * একই ঘরেতে থাকি, কেহই রবেনা দেখি, এই মতে দোজখের বেভার ॥ বদ কামে বদ ফলে, বুঝ না আপনা দিলে, জিন্দিগীর ভরসা কিছু নাই * শরিয়ত তরিকত, মুরশিদ মারফত, কোনটাতে কম নহে ভাই ॥ যেই নামে যেই পার, একিন করিয়া ধর, সেই নামে হইয়া যাবে পার * এখনকার ফকির যারা, চোর চোট্টা গুন্ডা তারা, সেবকের বৌ করে ব্যবহার ॥ তারা যদি কাবু পায়, সিঁদ কাইটা ঘরে যায়, লুইটে নেয় সিন্দুকের মাল * ত্রিপদী হইল হদ, পয়ারেতে বাকি পদ, লিখি আমি সবার গোচরে ॥ হীন আব্বাছ আলী বলে, রছুলের পাও তলে, সবে দোওা করু অধমেরে *

পীর যে শাগরিদের বউ দান পায় তাহার বয়ান *

পয়ার ছন্দ ॥ শাগরিদের বৌ দান পীরে যদি পায় ॥ ক্রমাগতে পাঁচশাল গুজারিয়া যায় * পীর সাহেব পাইল যদি জরু শাক্‌রিদের ॥ তিনটী সন্তান হইল ফরজন্দ পীরের * শাক্‌রিদ আপনা হাতে ভাত রান্ধা খায় ॥ নিকা আরও বিয়া সেই কোথায় নাহি পায় * নিকা বিয়ার জন্যে সেবক যার বাড়ী যায় ॥ সেই বাড়ীর লোকে তারে হাতেন দিয়া খাইড়ায় * বলে তর বউ পায় পীর সাহেবে নিয়া ॥ তোরে কাছে কেঠা আবার দিবে নিকা বিয়া * সেবক বলে পীর তোমার মন্ত্র ফেরত নেও ॥ আমার কবিলা তুমি আমারে দে দেও *

বড় হয় অপমান * কান্দে আর সেবক বেটায় করে হায় হায় ॥ মোকদ্দমা কল্ল সেবক গিয়া সে ঢাকায় * পীরে পাইল সন্তান ডিক্রী সেবকে পায় জরু ॥ ব্রহ্মাণ্ডেতে তার মত কেবা আছে গরু * আল্লা আল্লা বল ভাইরে রছুল বল মুখে ॥ হারাবা দোজখের মায়া বেহেস্তে যাবা সুখে * আল্লার নাম নাহি লইলা না বলি রছুল ॥ নিশ্চয় জানিও বান্দা শয়তানের কবুল * চিত্তি দিয়া শুন ভাইরে ধর্ম্মের কাহিনী ॥ আঁখি তুইলা না চাহিও ভাই পরের রমণী * যদিরে পাগেলা মন যায়রে কদাচিত ॥ ছন্দবন্দ কইরা তারে রাখিবার উচিত * রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট লক্ষ্মী পলায় ডরে ॥ স্ত্রীর দোষে পুরুষ নষ্ট ভাত নাই তার ঘরে * রাজা হইয়া না করিলে এ রাজ্যের বিচার ॥ যুগী হইয়া না করিল এই ধড়ের সঞ্চার * স্ত্রী হইয়া না করিল পুরুষের ভকতী ॥ আখেরে হিসাবের দিনে কিবা হবে গতী * নিরাঞ্জনের নাম মুখে লওরে বারে-বার ॥ পীর মুরশিদ ভজিলে পাইবা অমূল্য ভাণ্ডার * গুমাণ কইরনা ভাইরে মিছা ধান্দাকারী ॥ দুনিয়ার মায়া মজা কেবল দিন চারি * মোর স্ত্রী মোর পুত্র মোর পরিবার ॥ দুই চক্ষু মুঞ্জিয়া গেলে কেহ নাহি কার * আল্লার হুকুম মান রছুলের তরিক ॥ রোজা নামাজ কর ভাইরে ইমান কইরা ঠিক * কেবা রাজা কেবা প্রজা কেবা জমিদার ॥ ছোট বড় কেহ নাই কাছেতে খোদার * আল্লার অলি যেবা রছুলের পিয়ার ॥ ছাকাওতি যেই লোক সেই জমিদার * নাম গুণে ফকির বাদসা এক বরাবর ॥ একদিন যাইবে সবে কবরের ভীতর * কেবা ছোট কেবা বড় শুন কহি ভাই ॥ আলিমের মত বড় সংসারেতে নাই * আলিমের কথা আমি কহি সবার ঠাই ॥ এত বড় দরজা আর কেহ পায় নাই * আলিমের বড় দরজা দিয়াছে কাদির ॥ যার দোওায় গুণা মাফ হইবে পাপীর * আলিম ত সামান্য নহে মকবুল খোদার ॥ যার দোওায় পাপী কত হইবে উদ্ধার * আলিম ত সামান্য নহে খোদার ॥

কয়॥ মোহাম্মদ মোস্তফা যার উপরে সদয়* আলিমত সামান্য নহে হাবিব খোদার* যার দোয়ায় পাপী হবে পুলছেরাত পার॥ আলিম ত সামান্য নহে খোদার পিয়ার॥ শরিয়ত যারী যেবা করিল সংসার* সকল ত আলিম নহে জালিম আছে ঢের॥ দুনিয়ার লোভে তারা ভুলিছে আখের* সুদপুশানী জমি রাইখ্যা করে কত আয়॥ জিনা ও কছবির মাল যে আলিমে খায়* কিতাবেতে লেখে তার জরু তালাক হয়॥ লিল্যা ও ফেইদ্যার টাকা যে আলিমে লয়* সেই আলিমের পাছে ভাই নমাজ নাহি হয়॥ খতম কোরবাণীর টাকা যে আলিমে লয়* হাসরের দিনে তার কালা মুখ হয়॥ যে আলিমে ছওদা বেচে মাপিয়া পাল্যায়* তার পাছে নমাজ হয় না, জানিবা সবায়॥ গরীব মিছকিনের হক যে আলিমে লয়* নাদান কুফর তারে কিতাবেতে কয়॥ হালাল হারাম যে না চিনে আলিম কিসের* কোন মুখে দাবী সেই করে আলিমের॥ যে আলিমে সাক্ষি দেয় হাকিমের কাছে॥ ঝুঠা কেস মাথা তুলাও গিয়া তার পাছে* এক রাত্রে সাত বাড়ী যে আলিমে খায়॥ সে কখন মনুষ্য নহে রাক্ষস বলা যায়*. সুদখোরের বাড়ী খানা যে আলিমে খায়॥ তার পাছে নামাজ হয় না জানিবা সবায়* ঘাটে মাঠে যে আলিমের জরু দেয় ছাড়িয়া॥ তার পাছে নমাজ হয় কেমন করিয়া* বেটি সাদি দিয়া জেবা পোণের টাকা লয়॥ কলব হারামের মাল আলিমেরা কয়* সেই টাকা বাড়ীওয়ালা খরচ করিয়া॥ খাবার লওয়াজিমা কত কিনিয়া লইয়া* তারিখের দিনে করে খাবার আয়োজন॥ জ্ঞাতী গুষ্টি গ্রামিকান করে নিমন্ত্রণ* তার পরে যায় বেটা মুন্সীসাবের বাড়ী॥ আদবেতে কহে কথা যোড় হস্ত করি* শোনেন শোনেন মুন্সীসাহেব শোনেন মেরা বাত॥ আমার বেটীর সাদি কাইল দিয়া বাই দাওয়াত* তার পরে মুন্সী ফের করে জিজ্ঞাসন॥ কত টাকা নগদ লইছ বেটির উপর খাস* পঞ্চাশ টাকা নগদ দিছে জেহাজ পাঁচিশের॥ একখানে

টাকার জেওর দিছে দুইশত মোহর * মুন্সী বলে আমার উপর হইয়া মেহের॥ দুইলা টাকা লইয়া দিবা সাদি পড়ানের * তার পরে গরজ্যা বেটা গেলেন বাড়ীত॥ পর দিন মুন্সী গিয়া হইল উপস্থিত * উপস্থিত হইয়া মুন্সী মজলিসে বসিয়া॥ খানা পানি খাইয়া দিল সাদি পড়াইয়া * জিবার তারিফ আমি কি বলিব ভাই। শয়তানেতে এছা কাম কবু করে নাই * জানিয়া শুনিয়া খাইল এছাই হারাম * সে কখন আলিম নহে শয়তানের গোলাম * বে নমাজি জরু ভাই যে আলিমের ঘরে॥ সেই আলিমের পাছে ভাই কেবা নমাজ পড়ে * খোদার হবিব হইছেন মোহাম্মদ রছুল (দঃ) হজরতের হাবিব হইছেন আলিম সকল * কোরাণ শরিফ ভাই তাহারা পড়িয়া॥ মতলবের কয়েক মোছলা শিখিয়া লইয়া * সেই মোছলা লইয়া তারা বাড়ী বাড়ী যায়॥ হিল্লা মোছলা দিয়া কত কসবের মাল খায় * মাতা গুরু, পিতা গুরু, গুরু জ্যেষ্ঠ ভাই॥ ইহার সমান গুরু সংসারেতে নাই * সে গুরুকে যে আলিমে নিজ হাতে মারে॥ মারিয়া বেতম করে জমিনে পাছারে * সে কখন আলিম নহে জালিম কাফির॥ শয়তানের গোলাম সেই ইসলামের বাহির * লম্পট জননা ভাই যে আলিমের ঘরে॥ সেই আলিমে যদি ভাই ইমামতি করে * সকল লোকের নমাজ ফউত সেই করে॥ কি জোওাব দিবে তারা হিসাব হাসরে * বেশ্যা আওরতে কোন অপরাধ করে॥ গোস্বা ভরে আলিম তারে মাইর পিট করে * এক হাতে ধরে তারে আর এক হাতে মারে॥ পটকন মারিয়া ফেলে জমিনের পরে * জিনা খোর হইল কিনা দেখ ভাই সবে॥ তার পাছে নমাজ পরে কেমন আম্মকে * আর এক বদ কাম আলিমেরা করে॥ মোসলমান হইতে চাহে কোন পেশাকারে * কেহ যদি পেশা কারুকে নিকা করতে চায়॥ মাল টাকা লইয়া বেশ্যা তার বাড়ী যায় * সেই টাকা লইয়া বেটা বাজারেতে গিয়া॥ খাবার লোওাজিমা কত কিনিয়া লইয়া * বাড়ীতে ত...

করে খাবার আয়োজন ॥ জাতী গুষ্টি গ্রামিকান করে নিমন্ত্রণ * তারপরে জায় বেট মুন্সী সাহেবের বাড়ী ॥ আদাব তছলিম করে যোড় হস্ত করি * শোনেন্ শোনেন্ মুন্সী সাহেব শোনেন একচিত্তে ॥ পেশাকার চাহে এক মুসলমান হইতে * মাল টাকা লইয়া বেশ্যা বাজার ছাড়িয়া ॥ আসিয়াছে মোর বাড়ী বসিবারে বিয়া * সেই বেশ্যা-মোর কাছে নিকা বইতে চায় ॥ -আমি তারে নিকা করব মনে ভাবিয়াছি তাই। আজ রাত্রে মুন্সীসাহের মোর বাড়ি গিয়া, খানা পিনা খাবেন কিছু মজলিশে বসিয়া * তারপরে বেশ্যা ব্যক্তি তওবা করাইয়া ॥ দিনের কলেমা তারে দিবেন পড়াইয়া * মুন্সী বলে কত টাকা দিবে তুমি মোরে ॥ বহুত টাকা লইয়া বেশ্যা আইছে তোমার ঘরে * পচিশ টাকা দেও যদি তবে আমি যাই ॥ না হইলে মুন্সী আর পাইবা কোথায় * এ দেশের যত আলিম আমার সাগরিত ॥ আমার হুকুম ছাড়া তারা না যায় কার বাড়ীত * আমি হইছি মৌলবী সাব তারা কি মোর কাছে ॥ ভাল ভাল [illegible] আমার কাছে আছে * ভাবিয়া চিন্তিয়া বেটা কি করিবে আর ॥ বিশ টাকা দিবে বইলে করিল স্বিকার * মুন্সী বলে যাও তুমি এখন বাড়ীত ॥ সন্ধাকালে আমি গিয়া হইব উপস্থিত * বেলা অস্তে মুন্সীসাহেব করিল সাজন ॥ লুঙ্গির ভবন গায়ে পাঞ্জাবী পিরণ ॥ তাহার উপরে এক ছদহরা লাগায় * মুরাসা বান্ধয় এক লইল মাথায় ॥ আতর গুলাপ কত দাঁড়ীতে মাখায় ॥ মুজা লাগাইয়া দিল্লীর জুতা দিল পায় * মুক রুমাল লইল এক প্রকেটে ভরিয়া ॥ বেকা লাঠি লইল এক হাতেতে তুলিয়া যাত্রা করিল মিঞা বিছমিল্লা বলিয়া ॥ চলিলেন বাপের বেটা মোছে তাও দিয়া * জিবার তারিফ আমি কি কহিমু তার ॥ যেমন গিধর চলে খাইতে মুর্দার * গৈরজ্জা বাড়ী গিয়া সাহেব দিল গলা ঝাড়া ॥ মজলিসের সব লোক উঠিয়া হইল খাড়া * মুছাফা করিল সবে হাত-পাকড়িয়া ॥ মনে মনে [illegible] কত আয়োজন দেখিয়া * কালিয়া, কুরমা, কোপ্তা, পোলাও

দিল দোম ॥ ফিন্নি পায়েশ কত খাবার আয়োজন ॥ তার পরে মুন্সীসাহেব মজলিশে বসিয়া * খানা পিনা খাইল খুব আছুদা হইয়া * কত কত আলিমেরা এছা খানা খায় ॥ খানা পানী মাপলে হবে পাঁচ সের প্রায় ॥ পেশাকারের মাল হারাম লেখে কিতাবেতে ॥ নজ্জিস খাইতে পারে ঘৃণা কিবা তাতে * তার পরে মুন্সী এক কেচকি হাতে লিয়া ॥ বেশ্যার মাথার চুল দিল ফেলাইয়া * চুল আর কাপড় সব আগুনে জ্বালিয়া ॥ শেষে দিল বেশ্যা বেটী তওবা করাইয়া * বিশ টাকা লইয়া দিল নিকা পড়াইয়া ॥ সেই টাকা মুন্সীসাহেব পকেটে ভরিয়া * চলিয়া গেল সব লোক যার যে বাসায় ॥ আমিন আমিন বল মোমিন সবায় * যেই লোক আলিম ভাই সেত খোদার অলী ॥ দেখা কথা লেখায় নাহি দিবা গালী * এই কথা বিশ্বাস না কর যদি তুমি ॥ দেখ্‌তে চাইলে দেখাইয়া দিতে পারি আমি * বড় বড় মৌলবীরা হাট বাজারে গিয়া ॥ ছওদা করেন সব ঘুড়িয়া ঘুড়িয়া * ঘুড়িতে ঘুড়িতে তারা সন্ধ্যা গুজরে ॥ মগ্‌রিবের নমাজ তারা কোন সময়ে পরে * এত বড় আলিম হইয়া নমাজ কাজা করে ॥ কি জওয়াব দিবে তারা হিসাব হাসরে * আলিম গণের কথা আমি কি বলিব ভাই ॥ একেক আলিমে পালে পাঁচ সাতটা গাই * ঘাসের কারণে আলিম অস্থির হইয়া ॥ বেগানার খেতে গাই দেয় লাগাইয়া * বেগানার তৈয়ারী ফসল করে সর্ব্বনাশ ॥ হাসরের দিনে তার নরকেতে বাস * কোরাণ শরীফ মোল্লা পড়িতে না চায় ॥ মৌলুদ পড়িতে তারা বাড়ী বাড়ী যায় * মোল্লার মক্কর কিছু বুঝা নাহি যায় ॥ যখন মৌলুদ তারা পড়িবারে যায় * দুই দিগে দুই ছোকরা বসাইয়া লয় ॥ মুরাসা বান্ধিয়া মোল্লা মধ্যখানে বয় * ছোকরাগণে দোহার টানে মোল্লাজি বয়াতী ॥ লোবান জ্বালায় কত আনিয়া ধূপ্‌তী * আতর লাগায় মুখে গুলাপ ছিটায় ॥ মোল্লার ছামনে এক মোমবাতী জ্বালায় * বাতাসা মিঠাই কত বইসা [illegible]
তারা খায় ॥ হুক্কা তামাক মত সব [illegible]

পড়িতে কর্রে অনেক পরিপাটী ॥ কোরাণ পড়িতে গেলে লাগে ফাটাফাটি * ঐ সব মোল্লা ভাই ঠগের গোসাই ॥ এদের মত দাগাবাজ সংসারেতে নাই * কোরাণ শরীফ হেলা কইরা মৌলুদ পরতে চায় ॥ এক ঘণ্টার মধ্যে, তারা এক টাকা পায় * কত মোছলা তাদের পেটে আছে জানি ভাই ॥ সকল দিন সকল মোল্লা নমাজ পরে নাই * কোরাণ শরীফ হইতে মোছলা নিকা লিয়া ॥ হজরতের তারিফ কত দিয়াছে লিখিয়া * মৌলুদ পড়িতে কত ছং বং করে ॥ ঐ অজুতে কত আলিম কোরাণ খুইলা পড়ে * জিনা ও কবিরর মাল যে আলিমে খায় ॥ গিদর কুত্তার মত তারে বলা যায় * আলিমের অত্যা- চারে আপে ছোবেহানে ॥ গজব করিয়া ডালে জুলমাত তুফান * পিতামহ মুখে আমি না শুনি এমন ॥ এত বড় [illegible] না হইয়াছে কখন * চৌদ্দিশ সনে সাত আশ্বিনে বুধ বাইরা রাইত ॥ গজব ডালিল আল্লা ছয়টি জিলাত * ফরিদপুর, বরিশাল, ত্রিপুরা, ঢাকায় ॥ নোয়াখালী ময়মনসিংহ আর পাবনার জিলায় * ঘর দরজা বৃক্ষ আদি কিছুমাত্র নাই ॥ নৌকা ডুবিল কত নদী উথলিয়া ॥ স্টীমার জাহাজ কত গেলেন ডুবিয়া * কত লোকের নাঙ্গা নিল জলে ভাসাইয়া ॥ কত লোকে ধনী হইল ঘরেতে বসিয়া * বরাত গুণে কত লোক গাইবি মাল পায় ॥ পথে ঘাটে কত লোক করে হায় হায় * রাজা হইয়া না করিল এ রাজ্যের বিচার ॥ কত মতে প্রজাগণের করে অত্যাচার * মনে মনে বুঝে আমি বড় জমিদার ॥ একমাসে আল্লার নাম না লয় একবার * রাজা জমিদার আর আমলাগণ যত ॥ প্রজাগণকে বুঝে তারা শিয়াল কুত্তার মত * আমলা- গণে প্রজার যত করে অত্যাচার ॥ চক্ষু মেলি রাজা নাহি দেখে একবার * অনবিচারে রাজপুরী হইল ছার খার ॥ অন- বিচারে সিছমার হইল জমিদার * অনবিচারে কত নবাব ফেল হইল আর ॥ অনবিচারে ফকির হইল কত তালুকদার * রাজা

রের মাজার * দালান কোঠা ভাঙ্গে কত মোটের ভাঙ্গে চুড়া ॥ রাজপুরী ভাঙ্গা কত কল্ল গুড়া গুড় * পানস দেওয়ালগির কত বেল্লরের ঝার ॥ খাট পালং ভাইঙ্গা কত কল্ল মিছমার * সিন্দুক আলমারী ভাঙ্গে তার নাই সীমা ॥ মেজ কুরছি ভাঙ্গে কত বাদসাই লওয়াজিমা * মউতের ভয় কিছু তাদের মনে নাই ॥ যখন মারবে রাজা ছাড়িয়া দুনিয়াই * কোথায় রবে রাজ সুত কোথায় পরিবার ॥ দুই চক্ষু মুন্দিয়া গেলে কেহ নাহি কার * কোথায় তোমার হাতী ঘোড়া পালকির ছোওয়ার * কোথায় তোমার পাত্র মিত্র কোথায় চোপদার কোথায় তোমার উজির নাজির বিরবল কোতয়াল ॥ কোথায় তোমার জরির কাপড় কোথায় জরির শাল * কোথায় তোমার লেপ তোষক গালিচা জাজিম আর ॥ সাদা লেবাছ পিন্দা যাইবা কবর মাঝার * কবরেতে শুইয়া দেখবা ঘোর অন্ধকার ॥ চক্ষু মেলি নাহি দেখবা পেশের বাতী আর * দুনিয়াতে নেকী যেবা করিয়াছে কামাই ॥ অন্ধকার কবরে তার হইবে রুসনাই * কবরে শুইয়া তুমি করবা হায় হায় ॥ মরিলে না এ ভবে আসিবে পুনঃরায় * বড় হইয়া ছোটর যেবা করে সর্ব্বনাশ ॥ হাসরের দিনে তার নরকেতে বাস * কি করিবে রাজা আর কি করবে বাদশায় ॥ দুনিয়াতে নেকী যেবা না করিছে কামাই * ফকির মিছকিন কত ঘোরাকে ছোওয়ার হইয়া ॥ নামগুণে বেহেস্তেতে যাবেন চলিয়া * নামগুণে কত পাপী হইবে উদ্ধার ॥ নামগুণে বেহস্ত পাইল সাবান পেশাকার * নামগুণে ইউছফ জলেখাঁ দুইজন ॥ নামগুণে বেহেস্ত পাইল লাইলি আর মাজনুন * নামগুণে ফকির বাদসা এক বরাবর ॥ নামগুণে উদ্ধারিবে ব্রাহ্মণ সেথর * নামগুণে উদ্ধারিবে ছৈয়দ বামকর ॥ নামগুণে উদ্ধারিবে পাঠান বাজিকর * নামগুণে উদ্ধার হাড়ি ডোম চামার ॥ নাম বিনে দোজখে যাইবে জমিদার * দৌলত বদির কেচ্ছা ,

আইনদ্দি ফকিরের কিচ্ছা।

আইনদ্দি ফকির এক মোক্তার পুরে ঘর॥ শয়তানের চেলা তার আছে বহুতর * খাদিমে বাড়ায় পির পেটে কিছু নাই॥ শয়তানি কয়েক মন্ত্র আছে তার ঠাই * তন্ত্র মন্ত্র কিছু ভাই তার পেটে নাই॥ যত গুণ তত তার চৌদ্দ আনি নাই * অকর্ম্মা লোকেরা যত তার বাড়ী যায়॥ দল জুটাইয়া কেবল মুর্শীদি গিত গায় * কাম চোরা লোক যারা কামেরে ডরায়॥ সেবক হইবে বলি পড়ে তার পায় * কাম কাইজ কিছু নাই বইসে বইসে খায়॥ রাত্র হইলে দলে দলে মুর্শীদি গীত গায় * বীজ না রোপিলে ভাই ফসল কেমনে হয়॥ খালি গিতে কেমনে ফকিরী হাসিল হয় * ঘরেতে দরজা দিয়া শুইয়া নিদ্রা যায়॥ জিজ্ঞাসিলে বলে তিনি আছে গোর ছিলায় * মাটির ভিতরে ভাই কে থাকিতে পারে॥ মৃত লোক জিন্দা হইত আল্লার মেহেরে — পরদা লটকায় আর বেড়া লেপাইয়া॥ ঘরের ভিতর দিয়া দরজা বান্দিয়া * শয়তানের চেলা এক ঘরের পাহারাদার॥ নিরবে আসিয়া খানা যোগায় তিনবার * কেহ যদি জিজ্ঞাস করে পীর সাব কোথায়॥ চেলাগণে বলে তিনি আছে গোরছিলায় * লাকপুরের ছমরুদ্দী পাইয়া সংবাদ॥ ফকিরি শিখিতে তার মনে বড় সাধ * ছমরুদ্দী ফকিরের বাড়িতে যাইয়া॥ ফকিরের কদম চুমে দুপায় ধরিয়া * দেখিয়া আইনদ্দি ফকির খুসিতে অপার॥ শয়তানী চেলার মন্ত্র কানে দিল তার * আইনদ্দি ফকির বলে হুকুমে খোদার॥ লাকপুরে হইল এক শাগরিত আমার * মুর্শীদি গান কর তুমি লোক জুটাইয়া॥ সকলের কানে মন্ত্র দিবা ঢুকাইয়া * বইঠকখানা ঘর এক বানাও তোমার বাড়ীত॥ বিলম্ব না সহে ঘর বানাইবা তুরিত * ঐ ঘরে বানাইবা আমার গোরস্থান॥ উচ্চ কইরা দিবা এক ঝাণ্ডা ও নিশান * রোজ রোজ গান করবা লোক জুটাইয়া॥ মুরশীদি গীত

প্রকারে * তামেশগিরী লোক তথা আইল বহুতর ॥ মকুব আলী মিঞা তখন পাইল খবর ॥ খবর শুনিয়া মিঞা আগ বরাবর * বালিসে চাপর মারে কাঁপে থর ২ ॥ মকুব আলী মিঞা তখন আসিয়া এথায় ॥ যে কথা শুনিছি আগে তেমনী দেখা যায় * মকুবআলী বলে তোমরা শোন গ্রামিকান * মোহাম্মদী দিনের আজি এত অপমান ॥ নিমন্ত্রণ পাইয়া তারা আসে যত জন * আন্দরেতে হইতেছে খাবার আয়োজন ॥ মোহাম্মদী দিনের করে এত অপমান * ধাঁয়া সালাদের আজি কাইটা দিবা কান * এছা মাইর মা আজি সবাকে ধরিয়া ॥ এক জনে নাহি পারে যাইতে ভাগিয়া * মকুব আলীর হুকুম জারি গ্রামিকানের কিল ॥ মাথায় বাইরাইয়া কত দোতারা ভাঙ্গিল * আলিবক্স নাজিরে বলে তারা এখন রউক ॥ দোস্তান সহিতে আগে মাগি বিচার হউক * গেণ্ডা পোলা পাইনে যখন আম হুকুম পায় ॥ চৌদিকে ঘিরিয়া কেবল খারইয়া বেদায় * যে বেদা বেদাইলা মোরে লাজে আমি মরি ॥ ঘরেতে পাল'ইয়া রইছে ছুমরুদ্দীর হরি * রাত্রে আইল গান শুনিতে এত বেলেহাজী ॥ যে জন খসম তোর সে ত বড় পাজী * রাত্রে আউইরা দিছে যেমন ডাকিল গাই ॥ পুত্রবধু সঙ্গে আইল তার ত ইজ্জত নাই * অন্যের জননা আর পুত্রবধু তার ॥ বেদাইতে বেদাইতে নিল মরা গাঙ্গের পার * বেদার চোটে বলে বেটী তোরা ধর্ম্মের ভাই ॥ তারা বলে বেদাইয়া তোরে গান শুনাই * গ্রামিকানে শুইন্যা তারে সরার দিল বাদ ॥ জীবণ থাকতে লইবনা আর জম্মার দাওয়াত * সাজরাগার কিল দেইখা জাবী দিল লড় ॥ পাছে ২ পোলা-পানে বলে ধর ২ * লাইলে ঠেকিয়া জাবী আছার খাইয়া পড়ে ॥ পলাইল গিয়া জাবী এসার মার ঘড়ে * যখন পড়িল ভাই কিলের ডুপা ডুপী ॥ জঙ্গলে পলাইয়া কেহ পারে পী নাগি * ওমেদ আইল গা শুনিতে বিধি হইল বাদ ॥ লর চোটে তওবা কইরা লয় আল্লার নাম * বর্দ্দের চরের

পারা দিয়া মাইরের দপটে ভাই, কার হুস গুস নাই, মনে বুঝে ভূমি কম্প হয়॥ ফেরাজিরা দলে দলে, আসিয়া সর্ব্বনাশ করে, পীরের কাটিয়া দিল গান। স্ত্রী আর পুরুষ কত, তামিশ-গিরী শত শত, আইসাছিল শুনিবারে গান॥ এমন ইতরের দলে, তামিশগিরী মাইয়া লোকে, বেদাইয়া মাল্ল তার মান। কিলের জোগার করে অলি, হুকুম দিল মকুব আনী, তাই করে এত অপমান॥ যুবা লারকি বেটি যারা, বেড়া কাটিয়া তারা, ঘর হইতে যায় পলাইয়া। অন্ধকার রাত্র ছিল, কেহ কারে না চিনিল, যারে ধরে মারিল তাহায়॥ এমন ইতরের দলে, কব্বরে তোমাকে তোলে, তপ জপ সকলই ভাঙ্গিল। [illegible] কোবাইয়া, দিল মাটি ফালাইয়া, বিচারিয়া পীর না পাইল॥ শুন পির বাবাজান, রাখ উভয়ের মান, জ্বালাইয়া দিবা ভস্ম করি। গো পুত্র পরিবারে ভস্ম কইরা দিবা গারে, তবেত নাম বাড়িবে তোমারী॥ তোমার আশায় আমি, ছাড়ি ঘর বাড়ী জমি, ঘরের পিয়ারী বিবি আর। মা বাপ ছাড়িনু আমি, খেস বেরাদর গ্রামী, তবু আশায় নৈরাশ আমার॥ কব্বরেতে শুইয়াছ, বুঝি ঘুমাইয়া রইছ, চক্ষু মেলী না দেখলা আমায়॥ এত দিন গুজারল, কার কিছু না হইল, আর বিশ্বাস কে করে তোমায়। ত্রিপদীতে লিখি স্পষ্ট, পয়ারেতে অবশিষ্ট, লিখি আমি সবার গোচরে॥ আব্বাছ আলী বলে ভাই, এক দণ্ডের ভরসা নাই, আল্লা বিনে কে তরাবে মোরে। হীন আব্বাছ আলী বলে, রছুলের পাও তলে, দোয়া কর আমি অধমেরে॥

পয়ার * ছমু বলে পীরের জহুরা কিছু নাই॥ জলদী কইরা কোদাল আন কবর কোবাই * যেই নিশান ছিল তার বাঁশের আগায়॥ ক্রোধ হইয়া সেই নিশান উঠাইয়া ফেলায় * ছমু বলে পীরের আমার পেটে কিছু নাই॥ বৃথা কেন আমি তাকে মানিব গোসাই * তোমার মত গোরছিলা গাউয়া বেঙ্গে লয়॥ মাটির তলে আসন ধইরা থাকে মাস ছয় *
[illegible]

উঠিয়া সে বস্ত্র পানী যদি পায় তবে উৎসব তাহার ॥ ধোরা
সাপে লাগাইল পাইলে করেণ সংহার * সেই মত পীর তুমি
জানিলাম আমি ॥ আগে না জানিয়া শেষে হইলাম অপমানী *
কেমন জানি পীর আমার কোন দোওা করিল ॥ ফেরাজীগর
এক রোম্বা নাহিকো পরিল * কি কাম করিনু আমি ফকিরা
শিখিয়া ॥ তোমাকে ছাড়িয়া যাই মুখে ছাই দিয়া * তুমিত
ফকির নহ জিগরের মূল ॥ চক্ষেতে লাগাইয়া চটক করিলা
পাগল * ছাড়িলাম বাড়ী জমি ছাড়ি মা ও বাপ ॥ আখেরে
আল্লার কাছে কিবা দিব জোওাব * ছাড়িলাম রোজা নামাজ
ফরজ গোছল আর ॥ কি ধন লইয়া হব পুলছেরাত পার *
হায়রে উজ্জালা ছিল মোহাম্মদী দীন ॥ হাসরেতে তরাইবে
যতেক মোমিন * তোমার মত পীর দিয়া ঘোড়ার ঘাস
কাটাই ॥ পেট ভরা আছে খালি বাজ্জি আর মলায় * তন্ত্র
মন্ত্র নাহি জান খালি গীত গাও ॥ মুরশিদ সোয়ারী নাও
জুমুকে বইঠা বাও * এই তক ছমুর কিচ্ছা হইল আখের
খাকছার আব্বাছ আলী নাম অধমের * সবার জনাবে আমি
এই দোওা চাই ॥ আকবতে রছুলের সাফায়ত পাই * হীন
আব্বাছ আলী আমি বুচকের নাম ॥ পিতা বাহির নাজির বসত
লাকপুর গ্রাম * তেরশত ছাব্বিশ হয় সালে বাঙ্গালার
দোসরা ভাদ্দর তারিখ রোজ মঙ্গলবার * দিবা সাতটার সময়
করিলাম ইতি ॥ লাকপুর গ্রামেতে হয় যাহার বসতী *

—০ঃ*ঃ০—

দত্তগ্রাম নিবাসী শ্রীমৌলবী আবদুল ছালাম সাহেব
সরাইলের মওলানা আবদুর রহমান সাহেব, ত্রিপুরার মওলানা
ফজলোর রহমান সাহেব ও ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত ইসলা-
বাদ গ্রাম নিবাসী মৌলবী ফজলোর রহমান সাহেবের
অনুমতিতে আমি এই ক্ষুদ্র সরার নছিহত নামা রচনা করিলাম।
ইহাতে কোন ভুল ভ্রান্তী থাকিলে নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।